দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 19 MAR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

32

ভার্সিটিতে গোলাগুলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু' দল ছাত্র-তরুণের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, গুলি বিনিময়, বোমাবাজি ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। গত রোববার সন্ধ্যার পর থেকে অন্ধকারে অধিক রাত পর্যন্ত সংঘটিত এই সশস্ত্র সংঘর্ষ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিভিন্ন হলে গুলি বিনিময় অব্যাহত থাকায় পুরো ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করে এবং আশে-পাশের এলাকায়ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ। এই সংঘর্ষে সলিমুল্লাহ হল সংসদের ভিপি আহত হয়েছেন বলেও একাধিক পত্রিকার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। দুঃখের বিষয়, দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকার পর আকস্মিকভাবে এই সংঘর্ষ সংঘটিত হলো এমন এক সময়ে যখন নির্বাচনোত্তর পরিবেশে এবং দেশে গণতন্ত্রে উত্তরণ ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রাক্কালে সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসেও অতীতে ছাত্র-তরুণদের মধ্যে নানা কারণে সংঘাত, সংঘর্ষ এমনকি সশস্ত্র সংঘর্ষও সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এসব অবাঞ্ছিত এবং দুঃখজনক ঘটনার মধ্যেও জাতির জন্য আশা, আশ্বাস ও গৌরবের ব্যাপার এই যে, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সঙ্কটের সময়, জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের সংগ্রামে এবং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে এবং স্বৈরাচার-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানেও আমাদের দেশের ছাত্র-তরুণ ও যুব সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও স্মরণীয় অবদান রেখেছেন। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে বিজয় অর্জন, স্বৈরাচারের পতন এবং সাম্প্রতিক সংসদ নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও যুব সমাজের ভূমিকা ও অবদান অবিস্মরণীয়।

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সঙ্কটে এবং সঙ্কট-উত্তরণেও দেশের সর্ববৃহৎ সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সেখানকার ছাত্রসমাজের ভূমিকা যে ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল, সেখানে ছাত্রদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা--যে কারণেই ঘটুক না কেন, তা শুধু দুঃখজনকই নয়, জাতির জন্য হতাশাব্যঞ্জকও বটে। রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, ছাত্রসমাজের নিজস্ব সমস্যা ও সংগঠনকে কেন্দ্র করে এবং আদর্শ, নীতি ও মতামতের ভিন্নতার কারণেও ছাত্রসমাজ ও বিভিন্ন ছাত্রদলের মধ্যে মতভেদ হতে পারে, মেরুকরণ এবং দলাদলিও অসম্ভব নয়। কেননা, গণতান্ত্রিক সমাজ পরিবেশে ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। তবে, পরমত সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, অন্যের আদর্শ, নীতি ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ঔদার্য প্রদর্শন এবং সংঘাত ও সংঘর্ষ পরিহার গণতান্ত্রিক আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধেরই দাবী। জাতির ভবিষ্যৎ দেশের ছাত্র-তরুণ সমাজ বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ছাত্রসমাজ গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের পতাকা সমুন্নত রাখবেন, কোনরূপ সংঘাত ও সংঘর্ষে সে ঐতিহ্য ম্লান হতে দেবেন না --এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

গণতন্ত্রে উত্তরণ ও দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রাগ-মুহূর্তে এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সর্বত্রই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা অত্যাবশ্যক ও একান্তভাবে কাম্য। এই দায়িত্ববোধে সবাই উদ্বুদ্ধ হবেন--এ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ও সংঘর্ষ অবিলম্বে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হোক।